



বাংলাদেশের কম্পিউটার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর
হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৪৯/২০২২



বাংলাদেশের কম্পিউটার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর
হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৪৯/২০২২



সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
১	মুখবন্ধ	vii
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৭
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৯
৪	শব্দ সংক্ষেপ	১১
অধ্যায়-২		
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৫
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৭-৩৫
দ্বিতীয় অংশ		
৭	পরিশিষ্টসমূহ	৩৯-৫৮



প্রথম অংশ



- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১০টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত সংস্থা প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ২৪/০২/২৪/৬০ বঙ্গাব্দ
৭/৭/২৪ খ্রিষ্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।



ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য: এই রিপোর্ট ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ রুকের ক্ষেত্রে চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ: দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০ এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগত হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তদারকি ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বোর্ড অব গভর্নর (বিওজি) রয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পার্কসমূহের তালিকা:

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ হাই-টেক/আইটি/আইটিইএস শিল্পের বিকাশ ও বিস্তারে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করেছে। যা নিম্নরূপ:

- বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর;
- শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর;
- জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা এবং
- শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের চলমান প্রকল্পসমূহ:

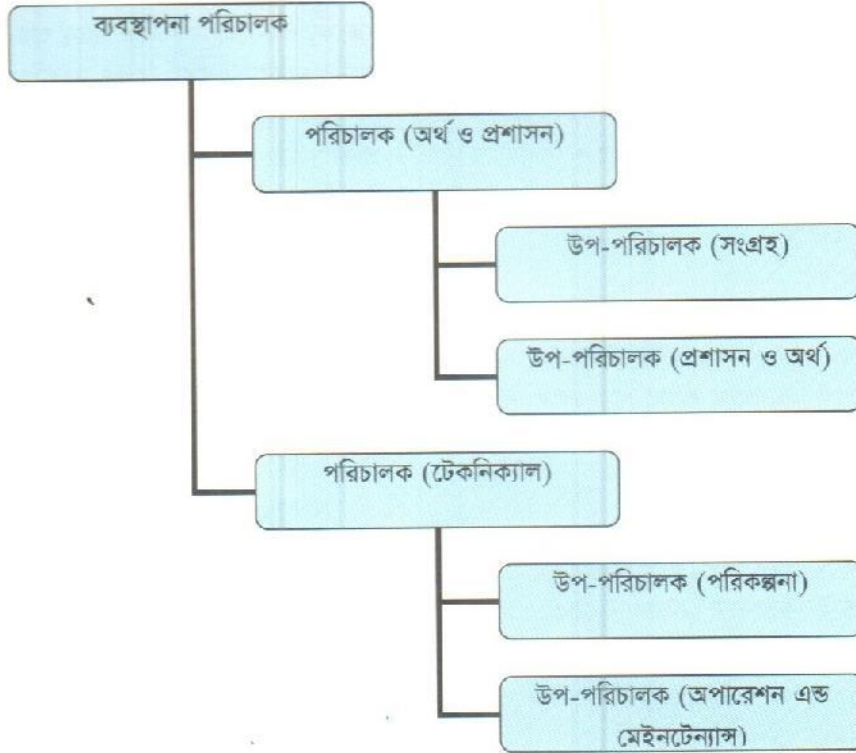
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট প্রকল্প;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী প্রকল্প;
- শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রকল্প এবং
- বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী:

- বাংলাদেশে বিনিয়োগ অবকাঠামো হিসেবে হাই-টেক পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন;
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পার্কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা;
- হাই-টেক পার্কে বিশ্বমানের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;

- হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ;
- হাই-টেক সেক্টরের এবং পার্কের বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- সরকারি হাই-টেক পার্কের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনে উৎসাহিতকরণ;
- হাই-টেক সেক্টরের জন্য বিভিন্ন ফিসক্যাল, নন-ফিসক্যাল প্রণোদনাসহ বিনিয়োগের উপযুক্ত পলিসি, গাইডলাইন ও আইন প্রণয়ন;
- বিভিন্ন পার্কে স্টার্টআপদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিশ্চিত করা সহ দেশে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং
- হাই-টেক পার্ক বাস্তবায়নে বোর্ড অব গভর্নর, নির্বাহী কমিটি, ডিজিটাল টাস্কফোর্সসহ বিভিন্ন জাতীয় কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর অর্গানোগ্রাম:



বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত রূপকল্প ২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশকে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রগামী করে তুলতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিসি সরকারি পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা, কানেক্টিভিটি স্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি সক্ষমতা উন্নয়ন, আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন, আইসিটিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং এবং সর্বোপরি দেশে উদ্ভাবনী ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করছে।

জাতীয় সংসদের ১৯৯০ সালের ৯নং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড-কে রূপান্তরিত করে “বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল” নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় যা রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীন পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (পরবর্তীকালে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) এর অধীন ন্যস্ত করা হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০১১ হতে বিসিসি নবসৃষ্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ:

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ:

- রাজশাহী কার্যালয়;
- চট্টগ্রাম কার্যালয়;
- খুলনা কার্যালয়;
- সিলেট কার্যালয়;
- বরিশাল কার্যালয়;
- ফরিদপুর কার্যালয়;
- রংপুর কার্যালয়।

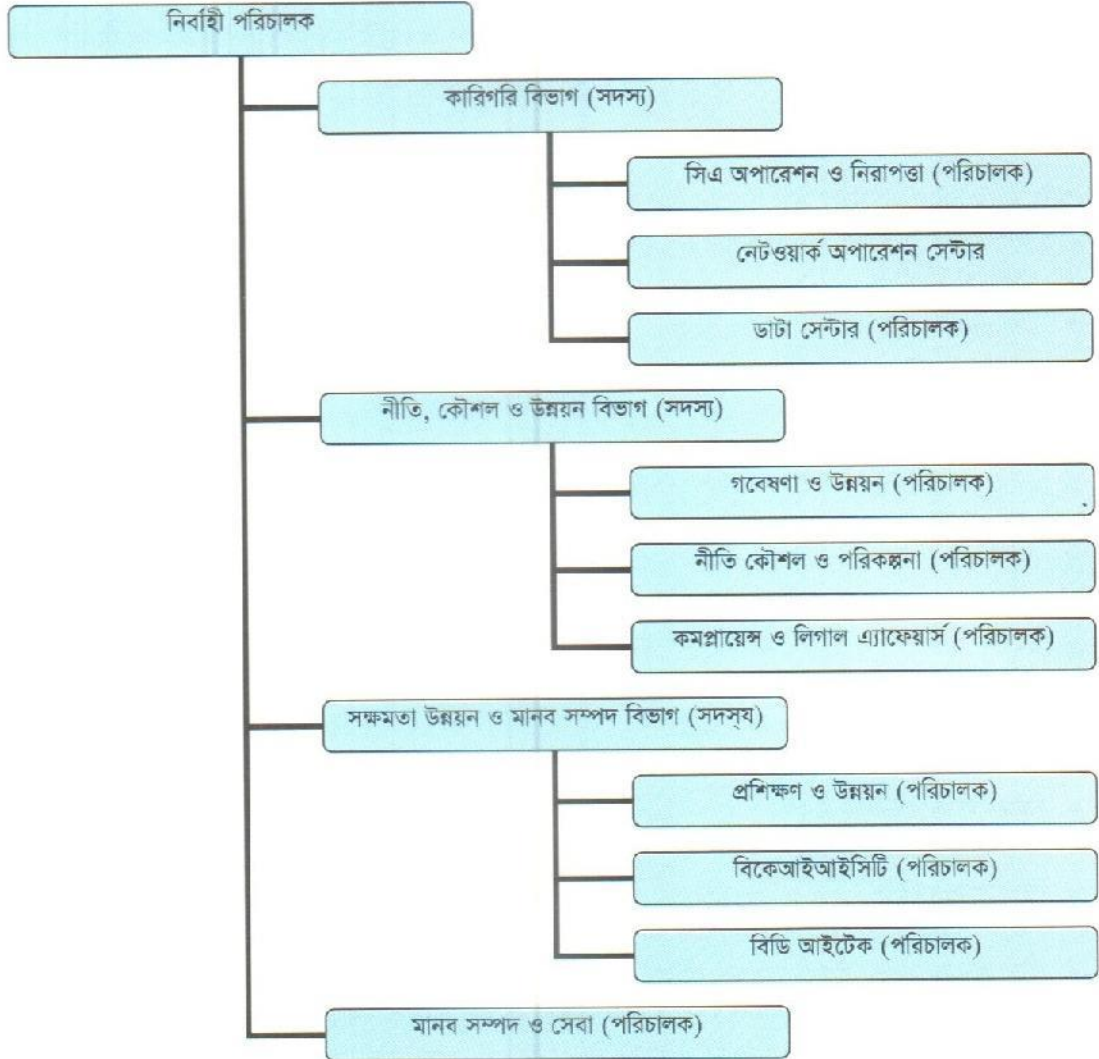
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকল্পসমূহ:

- উদ্ভাবন ও উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প;
- গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প;
- বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্প;
- তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প;
- ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প;
- বিজিডি ই-গভ সার্ট প্রকল্প;
- লিভারজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অফ দ্য আইটি-আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর কার্যাবলী:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার জাতীয় আধার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি সেবা ও শিল্প খাতকে জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ এবং কারিগরি সেবা প্রদান;
- ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ও ইন্টার-অপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক নির্মাণ ও তা কার্যকর করা এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত মান ও স্পেসিফিকেশনস নির্ধারণ করা;
- সফটওয়্যার টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশন;
- জাতীয় ডাটাসেন্টার, পাবলিক সি এ, নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার পরিচালনা এবং ডাটা সেন্টার হতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা এবং ইনফরমেশন ও ডাটা সিকিউরিটি ইনট্রুশন চিহ্নিত করতে সার্ট (CIRT) এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- তথ্য প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের মানব-সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আইসিটি একাডেমি স্থাপন ও পরিচালনা;
- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা;
- কাউন্সিলের কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বনুমোদনক্রমে দেশী ও বিদেশী যে কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন করা;
- সরকারের সকল সেক্টরের ডিজিটাইজেশন এর ব্যবস্থা করা এবং পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারির জন্য উচ্চগতি সম্পন্ন নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা, উক্ত নেটওয়ার্কে নিরাপদ তথ্য প্রবাহ ও সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা;
- সরকারের সকল অফিসে আইসিটি অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করা;
- উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অর্গানোগ্রাম:



বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়: ২০১৯-২০২০

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	বিবরণ	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত খরচ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	পরিচালন	২৩,০০,০০,০০০	২৩,০০,০০,০০০	২২,২০,০০,০০০
		উন্নয়ন	৮১৭,৯৮,০০,০০০	৩২০,৯৮,০০,০০০	২৯৯,০৭,৬২,০০০
০২	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	উন্নয়ন	১১৮,০৩,০০,০০০	১১৮,০৩,০০,০০০	১১৮,০৩,০০,০০০
মোট=				৪৬২,০১,০০,০০০	৪৩৯,৩০,৬২,০০০

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়: ২০২০-২০২১

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	বিবরণ	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত খরচ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	পরিচালন	২০,৯৩,৬৪,০০০	২০,৯৩,৬৪,০০০	২০,৪৩,৮৫,৯০৭
		উন্নয়ন	২,১২,৯৫,০০,০০০	২,১২,৯৫,০০,০০০	১,৭৯,৮৮,৪৪,০০০
০২	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	উন্নয়ন	১৫০৩৭০০০০০	১৭,৬৭,৮৮০,৮৬০	১৭৪,২১,৪৮,০০০
মোট=				৪১০,৬৭,৪৪,৮৬০	৩৭৪,৫৩,৭৭,৯০৭

অডিটের আইনগত ভিত্তি: 'দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৪' এর ৫(১) ধারা অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি: ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহ।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

অডিটের বিষয়বস্তু: ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ব্যয়িত বেতন-ভাতা, সরবরাহ ও সেবা, সম্পদ সংগ্রহ, মোটরযান, মেরামত ও সংরক্ষণ, পূর্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয়সমূহ এবং প্রতিষ্ঠানের আয়সমূহ।

অডিট কৌশল:

- এনটিটি প্রধানের নিকট অডিট Engagement letter প্রেরণ;
- এনটিটি'র আইনি ভিত্তি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা;
- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;
- ম্যাটেরিয়েলিটি নির্ধারণ;
- বুঝি নিরূপণ ও মূল্যায়ন;
- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ভাউচার নমুনায়ন;
- নিরীক্ষার সময়কাল এবং অন্যান্য বিষয়াদির উপর ভিত্তি করে সার্বিক নিরীক্ষা কৌশল নিরীক্ষা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অডিট সময়কাল: ০৩-০১-২০২১খ্রি. থেকে ৩১-০৩-২০২১খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এবং ১৩-০২-২০২২খ্রি. থেকে ২৮-০৪-২০২২খ্রি. তারিখ পর্যন্ত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আয়-ব্যয়, ফান্ড ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কার্যাবলী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট আপত্তিসমূহ উদ্ঘাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

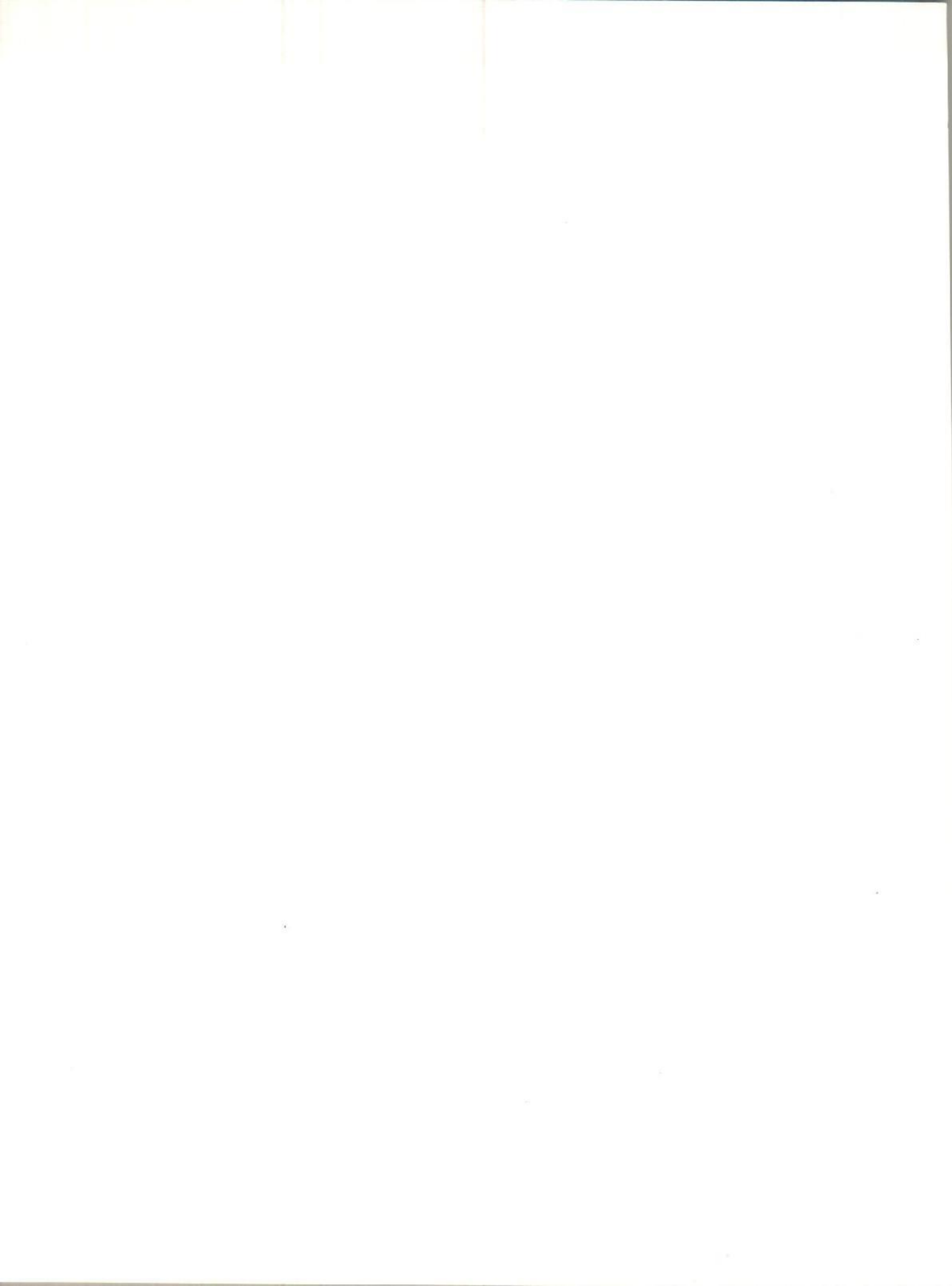
এই রিপোর্টে ১০টি অডিট অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৭৩,৬২,১৫,৬৪০ (তিয়াত্তর কোটি বাষাটি লক্ষ পনের হাজার ছয়শত চল্লিশ টাকা) টাকা। এই রিপোর্টে অর্ন্তভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ যথাযথ অনুসরণ না করা;
- নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করা;
- আয়কর-ভ্যাট নির্ধারিত হারে কর্তন না করা;
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০ অনুসরণ না করা;
- অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাজেট অনুবিভাগ-২, শাখা-১১ এর স্মারক অনুসরণ না করা;
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬৬.০৫৯.১৫(অংশ-১)-৯৩; তারিখ: ১২-১০-২০২০খ্রি. অনুসরণ না করা;
- রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত এস.আর.ও. অনুসরণ না করা;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত অনুসরণ না করা এবং
- পিপিআর, ২০০৮ এবং পিসিসি অনুসরণ না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviation)

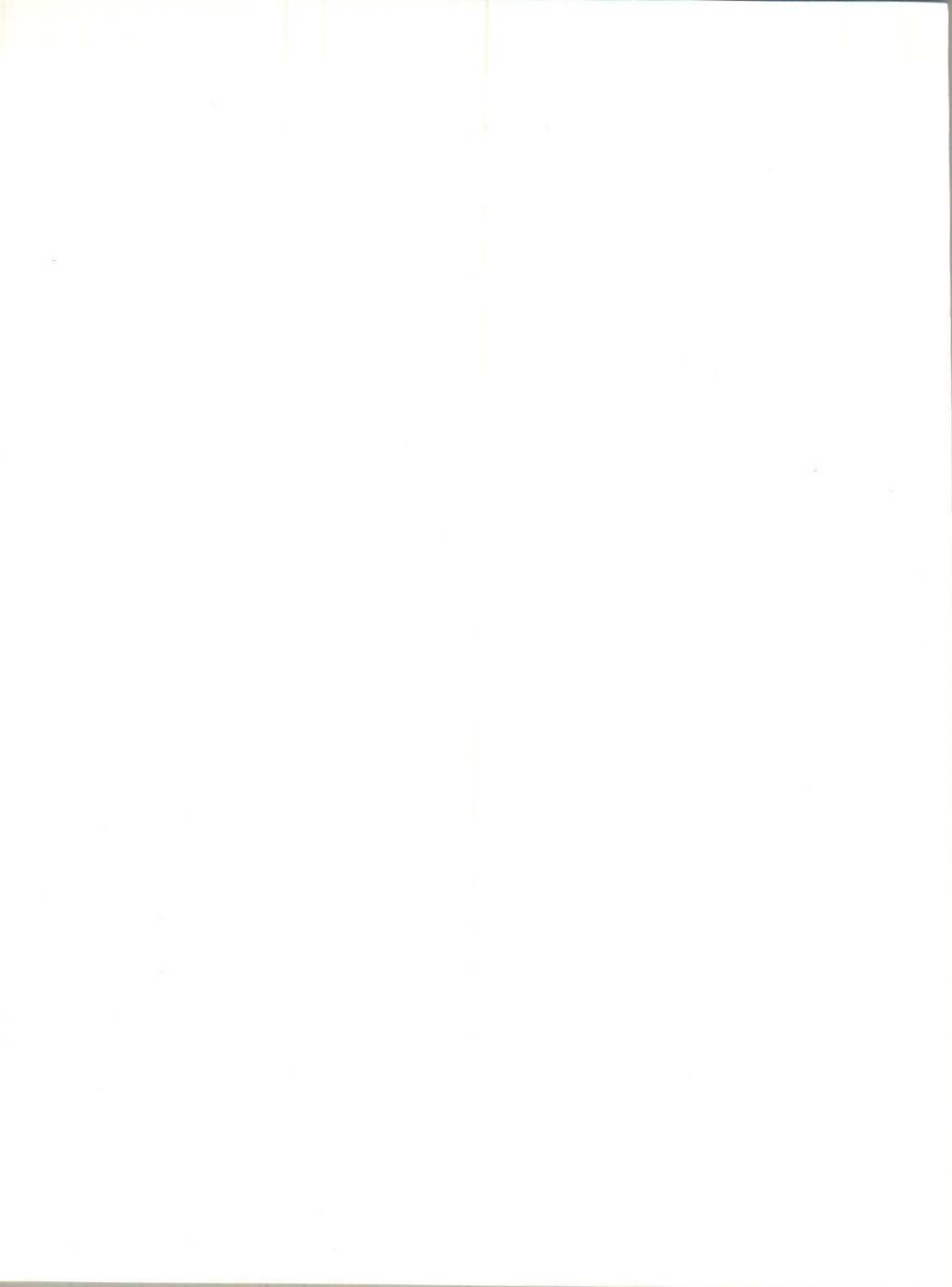
BCC	Bangladesh Computer Council
BHTPA	Bangladesh Hi-tech Park Authority
BOG	Board of Governor
CIRT	Computer Incident Response Team
CPTU	Central Procurement Technical Unit
DPP	Development Project Proforma
GCC	General Conditions of Contract
GFR	General Financial Rules
PCC	Particular Conditions of Contract
PMC	Property Management Company
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules



ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ		
০১	হাই-টেক পার্কসমূহে ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর নিকট হতে ভাড়া আদায়ী থাকায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	২,৯৫,০৩,৫৬৩
০২	হাই-টেক পার্ক পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কোম্পানির নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় না করে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	১,২৪,২৩,৬৯৫
০৩	চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন বীমা না করায় প্রিমিয়াম এর উপর ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১০,৯৮,৮৭৬
০৪	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না করে অতিরিক্ত অনুদান গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৪৫,৯২,০৭,৫০৬
০৫	আউটসোর্সিং না করে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করে মজুরি পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয়।	১১,৪৩,৪০০
০৬	ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৪,৫০,০০০
উপমোট=		৫০,৫৮,২৭,০৪০
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল		
০৭	গ্রন্থকৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থাকায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	৬,৯০,৯৮,২৫০
০৮	কম হারে ভ্যাট কর্তন এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৪৬,৩৬,৫০৬
০৯	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ফ্লোর স্পেসের ভাড়া আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৩,২২,৮৯,০৮০
১০	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হারের পরিবর্তে কম হারে ভাড়া আদায় করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	২,৪৩,৬৪,৭৬৪
উপমোট=		২৩,০৩,৮৮,৬০০
সর্বমোট=		৭৩,৬২,১৫,৬৪০
কথায়: তিয়াত্তর কোটি বাষট্টি লক্ষ পনের হাজার ছয়শত চল্লিশ টাকা।		



অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

শিরোনাম: হাই-টেক পার্কসমূহে ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর নিকট হতে ভাড়া বাবদ ২,৯৫,০৩,৫৬৩ (দুই কোটি পঁচানব্বই লক্ষ তিন হাজার পাঁচশত তেষট্টি) টাকা অনাদায়ী থাকায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ে ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে হাই-টেক পার্কসমূহে ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভাড়া বাবদ ২,৯৫,০৩,৫৬৩ টাকা অনাদায়ী থাকায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং প্রাপ্ত আয় বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে “জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্ক” এর অনাদায়ী ভাড়ার পরিমাণ ৫৮,৩৫,৬২৩ টাকা এবং বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে অবস্থিত দুইটি ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান “ডাটাসফট ম্যানুফেকচারিং এন্ড অ্যাসেম্বলিং ইনক লিমিটেড” এবং “এসবি টেল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড” এর নিকট হতে অনাদায়ী ভাড়ার পরিমাণ যথাক্রমে ৪,৭৩,১১০ টাকা এবং ১৪,০৩,৩৫০ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে “বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি”, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে অবস্থিত ২৬টি ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ী ভাড়ার পরিমাণ ২,১৭,৯১,৪৮০ টাকা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর; জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্ক, কাওরান বাজার, ঢাকা এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর এর বিভিন্ন ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭৭,১২,০৮৩ টাকা এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২,১৭,৯১,৪৮০ টাকাসহ মোট ৭৭,১২,০৮৩+২,১৭,৯১,৪৮০=২,৯৫,০৩,৫৬৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ক(১-২)]।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত-৫.১ অনুযায়ী, ‘প্রতি বছরের অগ্রিম ভাড়া জানুয়ারি মাসের প্রথম ১০ (দশ) দিনের মধ্যে পরিশোধের বিষয় উল্লেখ রয়েছে’।

আলোচ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত-৫.১ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কসমূহে ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভাড়া বাবদ ২,৯৫,০৩,৫৬৩ টাকা অনাদায়ী থাকায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: হাই-টেক পার্ক অথরিটি এবং ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত-৫.১ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে বিভিন্ন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে জমি/স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো নির্মাণ এবং করোনাকালীন সময়ে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু করতে পারেনি। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় ভাড়ার নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাসময়ে ভাড়া প্রদান করতে সক্ষম হয়নি। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ভাড়া প্রদান করেছে। আশা করা যায় চলতি বছরের মধ্যে সকল বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করবে এবং বকেয়াসহ সকল ভাড়া প্রদান করবে।

নিরীক্ষা ক্ষমতা: ক্রমের আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ হাই-টেক পার্ক অথরিটি এবং ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত-৫.১ অনুযায়ী প্রতি বছরের জমির অগ্রিম ভাড়া জানুয়ারি মাসের প্রথম ১০(দশ) দিনের মধ্যে পরিশোধের বিধান থাকলেও হাই-টেক পার্কসমূহের লীজ গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভাড়া অনাদায়ী থাকায় প্রতিষ্ঠানের ২,১৭,৯১,৪৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর, “জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্ক”, কাওরান বাজার, ঢাকা ও “শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক”, যশোর এ ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্য ভাড়ার বিষয়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষাকালীন পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরত কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

শিরোনাম: হাই-টেক পার্ক পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কোম্পানির নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় না করে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ১,২৪,২৩,৬৯৫ (এক কোটি চব্বিশ লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত পঁচানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হাই-টেক পার্ক, যশোর ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কোম্পানির নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় না করে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ১,২৪,২৩,৬৯৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত নথি এবং ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, “শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক”, যশোর পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ “প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি(পিএমসি)” নামক কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন করে। সেই মোতাবেক বর্তমানে “শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক”, যশোরে ২৯টি প্রতিষ্ঠান “পিএমসি”র সাথে চুক্তি করে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পার্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মে, জুন, জুলাই, ২০১৯ মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে “পিএমসি” কর্তৃক পরিশোধের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত তিন মাসের বিদ্যুৎ বিলের ৩৭,১৩,৯৪১ টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে “পিএমসি” কর্তৃক পরিশোধ না করে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে। একইভাবে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মার্চ, ২০২০ এর বকেয়া বিদ্যুৎ বিল এবং এপ্রিল, ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিলের ৮৭,০৯,৭৫৪ টাকা পিএমসি কর্তৃক পরিশোধ করার কথা থাকলেও তা না করে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে যথাক্রমে ৩৭,১৩,৯৪১ টাকা এবং ৮৭,০৯,৭৫৪ টাকা সহ মোট= ৩৭,১৩,৯৪১+৮৭,০৯,৭৫৪= ১,২৪,২৩,৬৯৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: খ(১-২)]।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ০৮-০৫-২০১৯খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির ২৫তম সভার সিদ্ধান্ত-০৯ অনুযায়ী প্রতিটি কোম্পানির অনুকূলে বিদ্যুৎ বিলের জন্য পৃথক পৃথক মিটার স্থাপনের পরে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ হতে আর কোনো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হবে না। শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এর পৃথক পৃথক মিটার স্থাপনের কাজ গত জুন, ২০১৯ তারিখে শেষ হয়।

আলোচ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ০৮-০৫-২০১৯খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির ২৫তম সভার সিদ্ধান্ত-০৯ এর লঙ্ঘন করে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর এর বিদ্যুৎ বিল উক্ত পার্ক পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কোম্পানির নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় না করে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করায় ১,২৪,২৩,৬৯৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নির্বাহী কমিটির ২৫তম সভার সিদ্ধান্ত ০৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নির্বাহী কমিটির ২৭তম সভায় বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে ‘শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর’ এর বিনিয়োগকারীদের জন্যে আর্থিক ক্ষতি নিরসনে বিশেষ প্রণোদনা স্বরূপ এপ্রিল, ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ বিদ্যুৎ বিল ব্যবহারকারী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যবহারকারী অথবা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধযোগ্য। ফলে নির্বাহী কমিটির ২৫তম সভার সিদ্ধান্ত অমান্য করে ‘শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর’ এর পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কোম্পানির নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় না করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করায় কর্তৃপক্ষের ৮৭,০৯,৭৫৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করত হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

শিরোনাম: চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন বীমা না করায় প্রিমিয়াম এর উপর ভ্যাট বাবদ ১০,৯৮,৮৭৬ (দশ লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত ছিয়াত্তর) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট" প্রকল্পে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন বীমা না করায় প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বাবদ সরকারের ১০,৯৮,৮৭৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট" প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত নথি নং-৫৬.০২.০০০০.০০৯.০১.০৬৫-১৬ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 'ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ-১৪১৩' এর সাথে ১,৩৩,১৯,৭১,০৩৬ টাকার চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য বীমা করার নির্দেশনা থাকলেও ঠিকাদার কর্তৃক কোন বীমা করা হয়নি। ফলে চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন বীমা না করায় পরিশোধযোগ্য প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বাবদ সরকারের ১০,৯৮,৮৭৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: গ]।

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৪ এর ৩(ট) অনুযায়ী "চুক্তিমূল্যের ন্যূনতম বীমা কভারেজ থাকতে হবে" এবং পিসিসি-৩৭.১ "The Contractor shall provide, in the joint names of the PE and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the end of the Defects Liability Period, in the amounts and deductibles specified in the PCC" অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বীমা করতে হবে।

আলোচ্যক্ষেত্রে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৪ এর ৩(ট) এবং পিসিসি-৩৭.১ লঙ্ঘন করে চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন বীমা না করায় ভ্যাট বাবদ সরকারের ১০,৯৮,৮৭৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: ক্রয় সংক্রান্ত দলিল এবং উহাতে অন্তর্ভুক্ত বিবরণাদী বিষয়ক পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৪ এর ৩(ট) এবং পিসিসি-৩৭.১ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট" প্রকল্প কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: অডিট কোডের বিধি-৫৯ এর নির্দেশনা অনুযায়ী জবাব প্রদানে বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা অনুসরণ করা হয়নি। পরবর্তীতে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ২৯-০৭-২০২১খ্রি. তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর AIR ইস্যু করা হলেও অডিট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: বীমা কভারেজ এর বিষয়ে দরপত্র দলিলে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও চুক্তিমূল্যের বিপরীতে বীমার পরিশোধযোগ্য প্রিমিয়াম এর উপর ভ্যাট কর্তন না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

শিরোনাম: বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না করে অতিরিক্ত অনুদান গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি ৪৫,৯২,০৭,৫০৬ (পঁয়তাল্লিশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত ছয়) টাকা।

বিবরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ে ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে নিজস্ব আয় অন্তর্ভুক্ত না করে অতিরিক্ত অনুদান গ্রহণ করায় ৪৫,৯২,০৭,৫০৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, লীজ/ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং প্রাপ্ত আয় বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর; জনতা টাওয়ার হাই-টেক পার্ক, কারওয়ান বাজার, ঢাকা এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর এর জমি ও ভবন লীজ/ভাড়া ও অন্যান্য খাত হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৬,৬৮,৮৯,১৭৫ টাকা আয় হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর; জনতা টাওয়ার হাই-টেক পার্ক, কারওয়ান বাজার, ঢাকা; শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট, আইটি ড্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর, BHTP(PSTP), BHTP(OSS) হতে আয় হয় মোট ২৩,৭৩,১৮,৩৩১ টাকা এবং প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত এফডিআর হিসাবে জমা রয়েছে মোট ৫,৫০,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের মোট পুঞ্জীভূত আয়ের পরিমাণ ১৬,৬৮,৮৯,১৭৫+২৩,৭৩,১৮,৩৩১+৫,৫০,০০,০০০= ৪৫,৯২,০৭,৫০৬ টাকা।

স্ট্যাটিউটরি পাবলিক অর্থারিটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে -২৩,০০,০০,০০০ টাকা এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২১,৫৮,৬৪,০০০ টাকা অনুদান গ্রহণ করে এবং ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যয় করে যথাক্রমে ২২,৪১,২২,৪১৬ টাকা এবং ২১,০৮,৮৫,৯০৭ টাকা। প্রতিষ্ঠানের আয়ের অর্থ বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না করে ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ব্যয়ের সম্পূর্ণ অর্থ সরকারের নিকট হতে অনুদান গ্রহণ করা হয়েছে অথচ সরকার প্রতিবছর ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের বাজেটে নিজস্ব আয় অন্তর্ভুক্ত না করে অতিরিক্ত অনুদান গ্রহণ করায় ৪৫,৯২,০৭,৫০৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ঘ(১-২)]।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ধারা-৩০ মোতাবেক “বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয় ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাৎসরিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহারও উল্লেখ থাকিবে”।

আলোচ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন লঙ্ঘন করে নিজস্ব আয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না করে অতিরিক্ত অনুদান গ্রহণ করায় ৪৫,৯২,০৭,৫০৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করা সংক্রান্ত ধারা-৩০ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব আর্থিক বিধি প্রয়োজন হয়। কিন্তু হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ একটি নতুন প্রতিষ্ঠান যার অবকাঠামো উন্নয়ন এখনো শেষ হয়নি। অফিস পরিচালনার জন্য নিজস্ব আয় ব্যবহারের আর্থিক বিধিমালা এখনো তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তবে স্বল্প পরিসরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজস্ব আয়ের অর্থ বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যয় করা হচ্ছে। যেমন, যশোরে ডিজাস্টার রিকভারি সাইট তৈরিতে ৬৫ (পঁয়ষাট) লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ অফিস পরিচালনার জন্য নিজস্ব আয় ব্যবহারের আর্থিক বিধিমালা তৈরি করা সম্ভব না হলেও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০ এর ধারা-৩০ অনুযায়ী প্রত্যেক বছরে প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করতে হবে এবং উক্ত বছরে কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হবে তার উল্লেখ করতে হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: বাজেটে পূর্ববর্তী বছরের উদ্বৃত্ত টাকা এবং বাজেট বছরের প্রাপ্য আয় অর্ন্তভুক্ত না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করত পরবর্তী অর্থবছরে নিজস্ব আয়ের অর্থ বাজেটভুক্ত করা আবশ্যিক।

শিরোনাম: আউটসোর্সিং না করে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করে মজুরি পরিশোধ করায় ১১,৪৩,৪০০ (এগারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশত) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর আওতাধীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আউটসোর্সিং না করে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করে মজুরি পরিশোধ করায় ১১,৪৩,৪০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ বই এবং বিল-ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর; জনতা টাওয়ার হাই-টেক পার্ক, কারওয়ান বাজার, ঢাকা; শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর; শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর এবং শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, খুলনায় জুন-২০২০ হতে জুলাই-২০২১ মাসে শ্রমিকের মজুরি বাবদ মোট ১১,৪৩,৪০০ টাকা পরিশোধ করা হয় [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ৬]।

অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক মজুরি হার নির্ধারণ সংক্রান্ত স্মারক: ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬৬.০৫৯.১৫(অংশ-১)-৯৩; তারিখ: ১২-১০-২০২০খ্রি. এর শর্তাবলি অনুযায়ী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করতে হবে।

আলোচ্যক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত স্মারক লঙ্ঘন করে আউটসোর্সিং না করে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে শ্রমিক মজুরি পরিশোধ করায় ১১,৪৩,৪০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত স্মারক নং: ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬৬.০৫৯.১৫(অংশ-১)-৯৩; তারিখ: ১২-১০-২০২০খ্রি. লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের সংস্থান রয়েছে ২৬ জন কর্মচারীর কিন্তু দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করায় লোকবলের সংকট দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে জরুরি কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ০৮ জনকে শ্রমিক মজুরি হিসেবে মজুরি দিয়ে কাজ চালানো হয়েছে। এখানে কোনো অনিয়ম করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত স্মারক নং- ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬৬.০৫৯.১৫(অংশ-১)-৯৩; তারিখ: ১২-১০-২০২০খ্রি. এর পরিপালন না করে অনিয়মিতভাবে দৈনিকভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

শিরোনাম: ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ প্রদান করায় ২৪,৫০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ প্রদান করায় ২৪,৫০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ বহি ও পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনার দেখা যায় যে, ইনোভেশন ও স্টার্টআপ বিষয়ক পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদানের নিমিত্ত Terms of Reference (TOR) এ শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ না করে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জনাব মো: আশিকুর রহমান রূপক ইনোভেশন ও স্টার্টআপ বিষয়ক পরামর্শক। তিনি ২০১১ সালে দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে এস এস সি এবং ২০১৩ সালে দিনাজপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচ এস সি পাশ করেন। উক্ত ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য সনদপত্র যাচাই বাছাই করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি এবং Terms of Reference (TOR) এ বর্ণিত অভিজ্ঞতার কোন সনদপত্র তার নেই।

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ১১২(১,২,৩) অনুযায়ী ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি, আগ্রহব্যক্তকরণ পত্র দাখিল, আবেদনপত্র উল্লুঙকরণ এবং আবেদনপত্র মূল্যায়ন এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুমোদন থাকতে হবে।

আলোচ্যক্ষেত্রে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ১১২(১,২,৩) এর লঙ্ঘন করে ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা এবং যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করে নিয়োগ প্রদান করায় ২৪,৫০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: পিপিআর, ২০০৮ এর ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধি ১১২(১,২,৩) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দেশে হাই-টেক শিল্পের বিকাশ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং এ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের ফলে নতুন প্রযুক্তির বিকাশ এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি হবে। এছাড়া ইনোভেশন ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এর জন্য প্রাইড প্রকল্প এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও গবেষণার জন্য শেখ হাসিনা ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের প্রস্তুতি এবং বিশেষ করে SHIFT প্রকল্পের মডেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা, স্টেক হোল্ডার, পরিকল্পনা কমিশনের সামনে বিষয়গুলি উপস্থাপনের জন্য এ বিষয়ে পরামর্শক নিয়োগের প্রয়োজন হয়। শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এবং ইনকিউবেশন সেন্টারগুলো ইনোভেশনের মাধ্যমে স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম তৈরি, উদ্যোক্তা নির্বাচন, মনিটরিংসহ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি বাংলাদেশে অত্যন্ত কম। জনাব মো: আশিকুর রহমান রূপক এই স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এবং এর বিভিন্ন মডেল নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে আসছে। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুটা কম হলেও এ বিষয়ে তার বিশেষায়িত অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার কারণে মো: আশিকুর রহমান রূপক কে ইনোভেশন ও স্টার্ট-আপ বিষয়ক পরামর্শক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ১১২(১,২,৩) অনুযায়ী ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি, আগ্রহব্যক্তকরণপত্র দাখিল, আবেদনপত্র উল্লুঙকরণ এবং আবেদনপত্র মূল্যায়ন এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুমোদন থাকতে হবে। কিন্তু ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা এবং যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করে নিয়োগ প্রদান করায় ২৪,৫০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে দরপত্র দাখিলে শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ না করে নিয়োগ প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

শ্রীমোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর মন্ত্রপাতি অ্যাবহৃত থাকায় প্রতিষ্ঠানের ৬,৯০,৯৮,২৫০ (ছয় কোটি নব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীন 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্পে' ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রযুক্ত ল্যাব যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থাকায় প্রতিষ্ঠানের ৬,৯০,৯৮,২৫০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রকল্পের নথি নং- ৫৬.০১.০০০০.০২৪.০৭.১০৩.২০১৯, কার্যাদেশ, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয় পদ্ধতি, মালামাল সরবরাহের চালান, চুক্তিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পের 'ডিজিটাল টেস্টিং ল্যাব' স্থাপনের জন্য পরিশিষ্টে উল্লিখিত ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত উল্লিখিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ই-জিপি'তে "অ্যাডভান্স টেকনোলজি কনসোর্টিয়াম লিমিটেড" কে ৭,২৭,৩৫,০০০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্রে উল্লেখকৃত ৭,২৭,৩৫,০০০ টাকার বিলের মধ্যে ৬,৯০,৯৮,২৫০ টাকা পরিশোধ করা হয়। ল্যাব পরিচালনা ও তদারকি করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল তথা টেকনিশিয়ান পদের সংস্থান ডিপিপি'তে নেই। তাছাড়া পর্যাপ্ত জায়গার সংস্থান না রাখায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছেনা তথা ডিজিটাল টেস্টিং ল্যাব স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে। এছাড়া প্রযুক্ত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থাকায় তার কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি বেশির ভাগ যন্ত্র আমদানীকৃত হওয়ায় অব্যবহৃত অবস্থায় সেগুলোর ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাচ্ছে যা দেশে মেরামত করা সম্ভব নয় বা ব্যয়বহুল [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: চ]।

জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-১০(১) অনুযায়ী "একজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেকোন সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করবেন"।

আলোচ্যক্ষেত্রে জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-১০(১) লঙ্ঘন করে ল্যাব স্থাপনের পূর্বে প্রয়োজনীয় লোকবলের সংস্থান এবং ল্যাব ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল প্রণয়ন না করে যন্ত্রপাতি সরবরাহে দূরদর্শিতার অভাবে প্রতিষ্ঠানের ৬,৯০,৯৮,২৫০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-১০(১) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের বর্তমান ডিপিপি'তে ডিজিটাল টেস্টিং ল্যাব এর জন্য কোন লোকবল উল্লেখ নেই। বর্তমানে দুই জন ল্যাব সহকারী এবং একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধন অনুমোদন হলে ল্যাব এ কোন লোকবল সংকট থাকবে না। বর্তমানে অস্থায়ীরূপে কর্মক্ষমতাভিত্তিক দুই জন ল্যাব সহকারী নিয়োগের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ ডিপিপি'তে ল্যাব স্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ থাকায় আর্থিক গুরুত্ব বিবেচনায় ল্যাব পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল এবং কর্মকৌশলের বিষয়টি ক্রয়ের পূর্বেই পরিকল্পনায় থাকা উচিত ছিলো। তাছাড়া উক্ত আপত্তির প্রেক্ষিতে কি ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের পত্র নং- ৮২.১৫.০০০০.০০৯.০০২.১৮.১৩৭৭; তারিখ: ০৮-০৩-২০২২খ্রি. এর মাধ্যমে পরিচালক এবং উপপরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত দল কর্তৃক বাস্তব যাচাই করা হয়। উক্ত বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন অনুযায়ী ০৯-০৩-২০২২খ্রি. তারিখ পর্যন্ত যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপন করা হয়নি, যন্ত্রপাতির জন্য পর্যাপ্ত জায়গার সংস্থান রাখা হয়নি এবং যন্ত্রপাতিসমূহ পরিচালনার জন্য কোন টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: প্রযুক্ত ল্যাব যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থাকায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

শিরোনাম: কম হারে ভ্যাট কর্তন এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট কর্তন না করার সরকারের ৪৬,৩৬,৫০৬ (ছেচল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশত ছয়) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন "BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প", "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প" এবং "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার (এনডিডি)সহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্পে" ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট কর্তন না করার সরকারের ৪৬,৩৬,৫০৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ক্যাশবই এবং বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি দুটির দাখিলকৃত বিলের বিপরীতে (সেবার কোড: এস ০৩১.০০) ভ্যাট কর্তনের হার ১০% এর পরিবর্তে ৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ২০,৭৯,৬৮৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য, একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে "Thakral Information Systems Private Limited" এর পরিশোধিত বিল থেকে ১০% হারে মুসক কর্তন করা হয়েছে।

"BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পে" দুইটি আলাদা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে "বিএমআইটি সলিউশন লিমিটেড" এবং "থাকরাল ইনফরমেশন প্রাইভেট লিমিটেড" এর নিকট হতে বিল পরিশোধের সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্তনযোগ্য ৭.৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করে ৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প" এবং "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার (এনডিডি) সহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্পে" আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে মানব সম্পদ সরবরাহের ক্ষেত্রে (সেবার কোড: এস ০৭২.০০) ১৫% উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ছ(১-৪)]।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত এস.আর.ও নং-১৮৭ আইন-২০১৯-৪৪-মূসক; তারিখ: ১৩-০৬-২০১৯খ্রি. অনুযায়ী উল্লিখিত ক্ষেত্রে ১০% এবং এসআরও নং ১৪৯-আইন-২০২০-১১০-মূসক; তারিখ: ১১-০৬-২০২০খ্রি. মোতাবেক বিভিন্ন সেবার কোডে নির্ধারিত ৭.৫% এবং ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

আলোচ্যক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত উল্লিখিত স্মারকের নির্দেশনা পরিপালন না করে বিভিন্ন সেবার কোডে নির্ধারিত হার অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন করায়/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের (২০,৭৯,৬৮৪+২৩,২১,৪৫৮+২,৩৫,৩৬৪)= ৪৬,৩৬,৫০৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত এস.আর.ও নং-১৮৭ আইন-২০১৯-৪৪-মূসক; তারিখ: ১৩-০৬-২০১৯খ্রি. এবং এসআরও নং ১৪৯-আইন-২০২০-১১০-মূসক; তারিখ: ১১-০৬-২০২০খ্রি. লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল জানায় যে, স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোল্ট্যান্স (গ্রাঃ) লি: এর দুটি সার্ভিস প্রায় সম্পূর্ণটাই তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা; যা অনলাইন সেবা হিসেবে পরিগণিত হয় বিধায় Information Technology Enabled Services (ITES) সেবা হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির বিল থেকে ৫% ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। এতে কোন অনিয়ম হয়নি।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীন BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পে আলোচ্য সফটওয়্যারসমূহ বাংলাদেশের এবং এই প্রকল্পের জন্য "Customized" এবং ইহা এ প্রকল্পের IT Support for Cyber Security Service প্রদান করে থাকে। মূসক আইনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংজ্ঞায়িত সেবা কোড S০৯৯.১০ এ তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয়নি। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ভেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার(এনডিডি) সহ সর্বাধিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্পের জবাবে জানায় যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নিয়োগকৃত ১৪ জন আউটসোর্সিং জনবলের মাসিক প্রদানকৃত বেতন-ভাতা হতে চুক্তিপত্র মোতাবেক বিধি অনুসারে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। প্রকল্পের বেতন-ভাতাদি নথিতে খোঁজ নিয়ে জানা যায় বিধি অনুসারে ১৫% ভ্যাট কর্তন করা হলেও ভ্যাট গণনার সূত্রে ভুল করা হয়েছে তাই ভ্যাট বাবদ কম কর্তনকৃত অর্থ সংস্থার তহবিলে জমা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও.: ১৪৯-আইন/২০২০/১১০-মুসক; তারিখ: ১১-০৬-২০২০খ্রি. মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সেবার কোডে নির্ধারিত হার এবং কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা এর নথি: ৩(৯)৮৮/রে:হি:/বিবিধ/স:দ:অ/২০১৮/০৩; তারিখ: ০৫-০১-২০২১খ্রি. এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের টেন্ডার দুটির বিপরীতে ১০% হারে মুসক কর্তনের নির্দেশনা থাকায় উক্ত টাকা কর্তনযোগ্য। BGD e-GoV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প এর সফটওয়্যারটি সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীন সফটওয়্যারের কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও. অনুযায়ী নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। এক্ষেত্রে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে যোগানদার হিসেবে বিবেচনা করে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। ফলে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ৪৬,৩৬,৫০৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যিক।

শিরোনাম: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ফ্লোর স্পেসের ভাড়া আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ১৩,২২,৮৯,০৮০ (তেরো কোটি বাইশ লক্ষ উননব্বই হাজার আশি) টাকা।

বিবরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ফ্লোর স্পেসের ভাড়া আদায় না করায় ১৩,২২,৮৯,০৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের বিল ভাউচার, অফিস স্পেস বরাদ্দ এবং ভাড়া আদায়ের নথি যাচাইয়ে দেখা যায়, ১৫ তলা বিশিষ্ট বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আইসিটি টাওয়ার এর নিজস্ব ভবনের ফ্লোর স্পেসসমূহ ০৭টি আলাদা সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান করা হয়। ১৭-০৯-২০১৪খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ৩৬তম সভার ৬(খ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বর্গফুট ফ্লোর স্পেস মাসিক ভাড়া ন্যূনতম ৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে “তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ” এবং “ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি” এর নিকট হতে জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১খ্রি. সময় পর্যন্ত ভাড়া বাবদ ১৩,২২,৮৯,০৮০ টাকা আদায় করা হয়নি। ফলে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ফ্লোর স্পেসের ভাড়া আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ১৩,২২,৮৯,০৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: জ]।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর স্মারক: ৫৬.০১.০০০০.০০৬.১৪.০০১.১৬-১৬৭৪; তারিখ: ১৩-০৭-২০১৬খ্রি. এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ৩৬তম সভার ৬(খ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইসিটি টাওয়ারের মাসিক ভাড়া প্রতি বর্গফুট ন্যূনতম ৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

আলোচ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর স্মারক: ৫৬.০১.০০০০.০০৬.১৪.০০১.১৬-১৬৭৪; তারিখ: ১৩-০৭-২০১৬খ্রি. লঙ্ঘন করে প্রাপ্য ভাড়া আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ১৩,২২,৮৯,০৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: ভাড়া আদায় সংক্রান্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর স্মারক: ৫৬.০১.০০০০.০০৬.১৪.০০১.১৬-১৬৭৪; তারিখ: ১৩-০৭-২০১৬খ্রি. লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান দুটির নিকট হতে অফিস স্পেস ভাড়া আদায়ের জন্য এ সংক্রান্ত খসড়া চুক্তিপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলেই বিষয়টির আপডেট পরবর্তীতে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর স্মারক: ৫৬.০১.০০০০.০০৬.১৪.০০১.১৬-১৬৭৪; তারিখ: ১৩-০৭-২০১৬খ্রি. মোতাবেক অর্থ আদায়ের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে তা পরিপালন না করায় প্রতিষ্ঠানের ১৩,২২,৮৯,০৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ফ্লোর স্পেসের ভাড়া বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

শিরোনাম: নির্ধারিত হারের পরিবর্তে কম হারে ফ্লোর স্পেস ভাড়া আদায় করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ২,৪৩,৬৪,৭৬৪ (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত চৌষট্টি) টাকা।

বিবরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্ধারিত হারের পরিবর্তে কম হারে ফ্লোর স্পেস ভাড়া আদায় করায় প্রতিষ্ঠানের ২,৪৩,৬৪,৭৬৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের বিল ভাউচার, অফিস স্পেস বরাদ্দ এবং ভাড়া আদায় সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর নিজস্ব ফ্লোর স্পেসের ভাড়া কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত প্রতি বর্গফুট ৭০ টাকার পরিবর্তে ১৩ টাকা হারে আদায় করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক ফ্লোর স্পেসের নির্ধারিত হারের পরিবর্তে কম হারে ভাড়া আদায় করায় প্রতিষ্ঠানের ২,৪৩,৬৪,৭৬৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: বা]।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর স্মারক: ৫৬.০১.০০০০.০০৬.১৪.০০১.১৬-১৬৭৪; তারিখ: ১৩-০৭-২০১৬খ্রি. অনুযায়ী এবং ৩৬তম সভার ৬(খ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইসিটি টাওয়ারের ১-১৫ তলা পর্যন্ত ন্যূনতম প্রতি বর্গফুট ফ্লোর স্পেসের মাসিক ভাড়া ৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

আলোচ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর স্মারক: ৫৬.০১.০০০০.০০৬.১৪.০০১.১৬-১৬৭৪; তারিখ: ১৩-০৭-২০১৬খ্রি. লঙ্ঘন করে কম হারে অফিস ভাড়া আদায় করায় ২,৪৩,৬৪,৭৬৪ টাকা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: ভাড়া আদায় সংক্রান্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর স্মারক: ৫৬.০১.০০০০.০০৬.১৪.০০১.১৬-১৬৭৪; তারিখ: ১৩-০৭-২০১৬খ্রি. লঙ্ঘন।

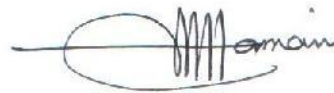
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান ৩টির নিকট হতে অফিস স্পেসের অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভাড়া আদায়ের পর পরবর্তীতে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর স্মারক: ৫৬.০১.০০০০.০০৬.১৪.০০১.১৬-১৬৭৪; তারিখ: ১৩-০৭-২০১৬খ্রি. তারিখে নির্ধারিত হারের কম হারে ভাড়া আদায় করার সুযোগ নেই। ফলে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক ফ্লোর স্পেসের নির্ধারিত হারের পরিবর্তে কম হারে ভাড়া আদায় করায় প্রতিষ্ঠানের ২,৪৩,৬৪,৭৬৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

তারিখ: ২৫-০২-২৪৬০ বঙ্গাব্দ।

২৭-০৫-২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ



মহাপরিচালক

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর
হিসাব ভবন, ৩য় তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

ফোন: ৮৮৩১৬০৯৯।

মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন

মহাপরিচালক

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

দ্বিতীয় অংশ

ପରିଶିଷ୍ଟସମୂହ



বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে হাই-টেক পার্কসমূহ ভাড়া-লীজ গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনাদায়ী ভাড়ার বিবরণী:

সার সংক্ষেপ

অর্থবছর	বকেয়া	পরিশিষ্ট নং
২০১৯-২০২০	৭৭,১২,০৮৩	১(ক)
২০২০-২০২১	২,১৭,৯১,৪৮০	১(খ)
সর্বমোট=	২,৯৫,০৩,৫৬৩	

কথায়: দুই কোটি পঁচানব্বই লক্ষ তিন হাজার পাঁচশত তেষট্টি টাকা।

২০১৯-২০২০ অর্থবছর

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রাপ্য	প্রাপ্তি	বকেয়া	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫=(৪-৩)	৬
০১	জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্ক, কারওয়ান বাজার, ঢাকা	১,৭৮,০৫,০৪৩	১,১৯,৬৯,৪২০	৫৮,৩৫,৬২৩	-
০২	ডাটাসফট ম্যানুফেকচারিং এন্ড অ্যাসেম্বলিং ইনক লিমিটেড	\$৫,৫৬৬×৮৫=৪,৭৩,১১০	-	৪,৭৩,১১০	১ ডলার= ৮৫ টাকা হিসেবে
০৩	এসবি টেল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড	\$১৬,৫১০×৮৫=১৪,০৩,৩৫০	-	১৪,০৩,৩৫০	১ ডলার= ৮৫ টাকা হিসেবে
মোট=				৭৭,১২,০৮৩	

কথায়: সাতাত্তর লক্ষ বারো হাজার তিরিশি টাকা।

১০১০-১০১১ অর্থবছর

পরিশিষ্ট: ক(২)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বকেয়া
১	Fair Electronics (Samsung)	১৯৮৩৬৭৬
২	BJIT Ltd	১৩২২৫৫৯
৩	Intercloud Ltd	১৯৮৩৮৩৯
৪	JR Enterprise Ltd	১৬৫৩১১৭
৫	Data Soft Manufacturing inc	২৭২৫৬০৩
৬	Aamra Holdings Ltd	২৩১৪৩৯৭
৭	SBTel Enterprise Ltd	১৩১১২৮৫
৮	Leo ICT Cables Ltd	৫২৮৩৯২
৯	Walton Digitech Ltd	৪৯৭৮৭৯
১০	Excell Inteligent Solution Ltd	৩৩০৮৪৪
১১	Kinbo Manufacturing Industries Ltd (Miyako)	১৬৪৫৪৩
১২	Fair Technology Ltd	৫৭৮৫৯৯
১৩	Child Health Research Foundation	১৬৫২৭৯
১৪	Sonar Bangla Foundation	২১৪৯১১
১৫	Think Ltd	১৬৭৪৮৫
১৬	Vibrant Software Ltd (Brika)	১১৭৫৭৮১
১৭	Global Brand	১৬৮৭৯২
১৮	Child Health Research Foundation	২০৫৬৯৫
১৯	Digital Security Agency	৪৩৯৬৪১
২০	Aqua Link Bd Ltd	১৭৬৬৭০
২১	BD Software & Security System Ltd	১৫০৬১৭
২২	Golden International Bd Ltd	৩৩৪০৮৬
২৩	Maktel Ltd	২২৪৭৪৬
২৪	Asia Computer Bazar Ltd, Bangladesh	৩৫৫২৭৭
২৫	Celltron Electro Manufacturing Service Ltd	১০৭০৬০
২৬	Digital Security Agency	২৫১০৭০৭
মোট=		২,১৭,৯১,৪৮০
কথায়: দুই কোটি সতেরো লক্ষ একানব্বই হাজার চারশত আশি টাকা।		

২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে “সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক যশোর” এর পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কোম্পানির নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় না করে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির

বিবরণী:

সার সংক্ষেপ

অর্থবছর	বকেয়া	পরিশিষ্ট নং
২০১৯-২০২০	৩৭,১৩,৯৪১	খ(১)
২০২০-২০২১	৮৭,০৯,৭৫৪	খ(২)
সর্বমোট=	১,২৪,২৩,৬৯৫	
কথায়: এক কোটি চব্বিশ লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত পঁচানব্বই টাকা।		

পরিশিষ্ট: খ (১)

২০১৯-২০২০ অর্থবছর

ক্রমিক নং	বিলের মাস	টাকার পরিমাণ
০১	এপ্রিল (মে, ২০১৯)	১২,৮৭,০৭৩
০২	মে (জুন, ২০১৯)	১০,৬৪,১৫৩
০৩	জুন (জুলাই, ২০১৯)	১৩,৬২,৭১৫
	মোট =	৩৭,১৩,৯৪১

পরিশিষ্ট: খ (২)

২০২০-২০২১ অর্থবছর

ক্রমিক নং	বিলের মাস	টাকার পরিমাণ
০১	এপ্রিল/২০২০	১২,৬৪,৬২২
০২	মে/২০২০	১২,৯৫,৫৫৯
০৩	জুন/২০২০	১৩,৬২,১১৪
০৪	জুলাই/২০২০	১৬,১৫,৬৩১
০৫	আগস্ট/২০২০	১৫,৬৩,০৭৬
০৬	সেপ্টেম্বর/২০২০	১৬,০৮,৭৫২
	মোট=	৮৭,০৯,৭৫৪

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট” প্রকল্পে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করা হলেও চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন বীমা না করায় প্রিমিয়াম এবং প্রিমিয়ামের উপর কর্তনযোগ্য ভ্যাটের বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি মূল্য	বীমা কভারেজ মূল্য (চুক্তি মূল্যের ১১০%)	প্রিমিয়াম ০.৫%	প্রাপ্য ভ্যাটের হার ১৫%	ভ্যাট বাবদ প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬=(৫*০.৫%)	৭	৮
১	“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই- টেক পার্ক,সিলেট”	‘ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড,	১,৩৩,১৯,৭১,০৩৬	১,৪৬,৫১,৬৮,১৪০	৭৩,২৫,৮৪০	১৫%	১০,৯৮,৮৭৬
মোট=			১,৩৩,১৯,৭১,০৩৬	১,৪৬,৫১,৬৮,১৪০	৭৩,২৫,৮৪০	-	১০,৯৮,৮৭৬
সর্বমোট=							১০,৯৮,৮৭৬
কথায়: দশ লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত ছিয়াত্তর টাকা।							

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না করে অতিরিক্ত অনুদান গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

সার সংক্ষেপ

অর্থবছর	বকেয়া	মন্তব্য	পরিশিষ্ট নং
২০১৯-২০২০	১৬,৬৮,৮৯,১৭৫		ঘ(১)
২০২০-২০২১	২৯,২৩,১৮,৩৩১		ঘ(২)
মোট =	৪৫,৯২,০৭,৫০৬		-

কথায়: পঁয়তাল্লিশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত ছয় টাকা।

পরিশিষ্ট: ঘ(১)

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আয়ের হিসাব:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ব্যাংক হিসাব নং	৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যাংক স্থিতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
০১	জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্ক, কারওয়ান বাজার, ঢাকা	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ১৬২৬০০৪০০০৪৬৪	৭০,৯১,১৭৩	এসটিডি হিসাব
০২	শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ০১১০৭০৩০০০০২০	৯১,০১,৬৯১	এসটিডি হিসাব
০৩	বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	জনতা ব্যাংক লিমিটেড ০১০০০১৮৬৫৮৬৩৬	১৫,০৬,৯৬,৩১১	এসটিডি হিসাব
		মোট=	১৬,৬৮,৮৯,১৭৫	-

কথায়:ষোলো কোটি আটষাট লক্ষ উননব্বই হাজার একশতপঁচাত্তর টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট : ঘ(২)

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আয়ের হিসাব:

ক্রমিক নং	Name of Hi-Tech Park	অর্জিত আয়
১	MD BHTPA (PSTP)	11,72,269
২	MD BHTPA (Sylhet)	1,65,20,687
৩	MD BHTPA (Kaliakor)	19,93,52,672
৪	MD BHTPA (SHSTP)	1,49,55,193
৫	MD BHTPA (Nator)	9,25,728
৬	MD BHTPA (OSS)	5,08,537
৭	MD BHTPA (Janata Tower)	38,83,245
৮	FDR	5,50,00,000
	মোট=	29,23,18,331

কথায়: উনত্রিশ কোটি তেইশ লক্ষ আঠেরো হাজার তিনশত একত্রিশ টাকা।

অফিসের নাম: বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
আউটসোর্সিং না করে শ্রমিক মজুরি ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ করে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ:

ক্রমিক নং	চেক নং	তারিখ	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ
১	৬১৪১৪১৭	২৬-৭-২০২০	৭৩০০০
২	৬১৪১৬৭১	০৯-৯-২০২০	৬৭৩৫০
৩	৬১৪১৫৪৮	১১-১০-২০২০	৬৭৭০০
৪	৬১৪১৬১১	০৪-১১-২০২০	৮৪৬০০
৫	৬১৪১৭২০	১৩-১১-২০২০	৭৮০০০
৬	৬১৪১৮১৭	১০-০১-২০২১	৮১০০০
৭	৬১৪১৯৩১	১১-০২-২০২১	৭৭৭৫০
৮	৬১৪২০০৫	০৭-০৩-২০২১	৭০৫০০
৯	৬১৪২০২৬	০৯-৩-২০২১	১৫৪০০
১০	৬১৪২১০২	০৪-০৪-২০২১	১৩৬০৫০
১১	২৮০৬৯১৪	২৯-০৪-২০২১	১১৩৩০০
১২	২৮০৬৯২৯	০৩-৫-২০২১	১৫০০০
১৩	২৮০৭০১৪	৩১-৫-২০২১	১২০৭৫০
১৪	২৮০৭১৫১	৩০-৬-২০২১	১৪৩০০০
সর্বমোট=			১১,৪৩,৪০০
কথায়: এগারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশত টাকা।			

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনস্থ 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্পে' ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাবে ক্রয়কৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থাকায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

Advance Technology Consortium Ltd.

SL.No.	Description of Item	Quantity
01	Computer Table with all Lab Furniture and Lab Design Layout Brand: IDS INTERIOR Model: IDS-LAB Country of Origin: Bangladesh Country of Manufacturing: Bangladesh	01 No.
02	Chair for Working Table and Executive Table Brand: Hatil Model: Clive-332 Country of Origin: Bangladesh Country of Manufacturing: Bangladesh	03 Nos.
03	Digital Oscilloscope (4 Channel, 6GHz) Brand: Tektronix Model: MSO64-6-BW-60 Country of Origin: USA Country of Manufacturing: China	01 No.
04	Function Generator/Counter (Frequency: GHz) Brand: Tektronix Model: TSG4106A+MOO+VMOO Country of Origin: USA Country of Manufacturing: China	01 No.
05	Digital Multimeter Brand: Keithley Model: DMM7510 Country of Origin: USA Country of Manufacturing: China	01 No.
06	Precision LCR meter Brand: Keysight Model: E4982A Country of Origin: USA Country of Manufacturing: Malaysia	01 No.

07	PCD CNC Milling machine with all accessories and software Brand: LPKF Model: Protomat S104 Country of Origin: Germany Country of Manufacturing: Germany	01 No.
08	PLC Toll Kit Brand: Woosun Model: WSB-M93 Country of Origin: Korea Country of Manufacturing: Korea	02 No.
09	Robot Station with Artificial Vision System and Software and IOT Communication Trainer (Analogue, Digital, Optical Fiber, Microwave)	01 No.
A.	Robot Station with Artificial Vision System and Software Brand: Elettronica Veneta Model: RV3/EV Country of Origin: Italy Country of Manufacturing: Italy	
B.	Programmable Humanoid Robot Brand: Softbank Robotics Model: NAO V6, Standard Edition Country of Origin: France Country of Manufacturing: France	
C.	IOT Training System Brand: Man & Tel Model: IOT-1000 Country of Origin: Korea Country of Manufacturing: Korea	
D.	Microwave Communication Trainer Brand: Man & Tel Model: MW-5000 Country of Origin: Korea Country of Manufacturing: Korea	
E.	Analog Communication Trainer Brand: Elettronica Veneta Model: MCM24/EV, MCM25/EV, PSLC/EV Country of Origin: Italy Country of Manufacturing: Italy	

F.	Digital Communication Trainer Brand: ElectronicaVeneta Model: MC30/EV, MCM31/EV, PSLC/EV Country of Origin: Italy Country of Manufacturing: Italy	
G.	Optical Fiber Communication Trainer Brand: ElectronicaVeneta Model: MC40/EV, PSLC/EV Country of Origin: Italy Country of Manufacturing: Italy	
10	Pick and Place System for PCB Brand: NEODEN Model: NEODEN7 Country of Origin: China Country of Manufacturing: China	01 No.
11	Soldering Oven Tool Brand: NEODEN Model: T8L Country of Origin: China Country of Manufacturing: China	01 No.
12	Chemical Bath for PCB Cleaning Brand: LPKF Model: 10033243, 104863 Country of Origin: Germany Country of Manufacturing: Germany	01 No.
13	Stencil Printer for PCB (High Quality) Brand: Rison Model: RX-G10 Country of Origin: China Country of Manufacturing: China	01 No.
14	Screen Printer for PCB Brand: NEODEN Model: FP2636 Country of Origin: China Country of Manufacturing: China	01 No.

15	Chemical for PCB Processing Brand: LPKF Model: Pro Mask, Pro Legend Country of Origin: Germany Country of Manufacturing: Germany	01 No.
16	Hydraulic Press for Multilayer PCB Production Brand: LPKF Model: Multi press-S Country of Origin: Germany Country of Manufacturing: Germany	01 No.
17	Galvanic Process System for PCB Brand: LPKF Model: Contac S4 Country of Origin: Germany Country of Manufacturing: Germany	01 No.
18	Accessories for PCB Prototyping Brand: LPKF Model: Tool S104 Country of Origin: Germany Country of Manufacturing: Germany	02 Nos.
19	Source Generator (Source Meter) Brand: Keithley Model: 2460 Country of Origin: USA Country of Manufacturing: China	01 No.
20	Precision Watt Meter Brand: ZES ZIMMER Model: LMG671 Country of Origin: Germany Country of Manufacturing: Germany	01 No.
21	VNA and Spectrum Analyzer Combined Brand: Anritsu Model: MS2036C Country of Origin: USA Country of Manufacturing: USA	01 No.

22	Simulation Software Brand: OrCAD PSpice & EAGLE Model: Latest Version Country of Origin: USA Country of Manufacturing: USA	01 No.
23	PID controller (Proportional-Integral-Derivative (PID)) Brand: Elettronica Veneta Model: PID-S1/EV, SV-1/EV Country of Origin: Italy Country of Manufacturing: Italy	01 No.

২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন/কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

সার সংক্ষেপ

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	জড়িত টাকা	পরিশিষ্ট নং
১	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	২০,৭৯,৬৮৪	ছ(১)
২	বিজিডি ই-গভ সার্ট প্রকল্প	২৩,২১,৪৫৮	ছ(২)
৩	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প	১,৩০,৩৯২	ছ(৩)
৪	তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প	১,০৪,৯৭২	ছ(৪)
সর্বমোট=		৪৬,৩৬,৫০৬	
কথায়: ছেচল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশত ছয় টাকা।			

অফিসের নাম: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

ভাট বাবদ কম কর্তনের বিবরণী:

ঠিকাদার বা সরবরাহকারী র নাম	টেন্ডার আইডি	বিলের বিবরণ	পরিশোধিত টাকা	কর্তনকৃত হার	কর্তনকৃত অর্থ	প্রযোজ্য হার	কর্তনযোগ্য অর্থ	কম কর্তন
স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোল্ট্যান্স (প্রাঃ) লি:	(Tender ID:297710) ও (Tender ID:BCC/S7/FY -2018-19).	AMC for Warranty & outside support of NDC service & Storage of IBM product (Tender ID:297710) এবং Procurement of Annual Maintenance Service (Non- consulting Service) for Technical Support, Outside support of Existing Infrastructure & core Network for NDC, BCC (Tender ID:BCC/S7/FY -2018-19).	৪৮০৪০৭০৫	৫%	২২৮৭৬৫৩	১০%	৪৩৬৭৩৩৭	২০,৭৯,৬৮৪
মোট=								২০,৭৯,৬৮৪
কথায়: বিশ লক্ষ উনআশি হাজার ছয়শত চুরাশি টাকা।								

ভ্যাট বাবদ কম কর্তনের বিবরণী: বিজিডি ই-গভ সার্ট প্রকল্প

২০১৯-২০২০ অর্থবছর:

ক্র: নং	চেক নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম	বিবরণ (সফটওয়্যার এর নাম)	মূল্য	কর্তনযোগ্য ভ্যাট (৭.৫%)	কর্তনকৃত ভ্যাট (৫%)	কম কর্তন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	৬৯৬৪৯০৮ ০৩-০৩- ২০২০	BMIT Solution LTD. Suvastu Suriya Trade Center, Banani, Dhaka	সাইবার শ্রেট ইনটেলিজেন্স সফটওয়্যার	৩,৫৬,৬২,৫০০	২৬,৭৪,৬৮৭	১৭,৮৩,১২৫	৮,৯১,৫৬২
২	৬৯৬৪৭৭৮ ০৩-০৩- ২০২০	থাকরাল ইনফরমেশন প্রাইভেট লিমিটেড	নেট স্পার্ক	১,৫৪,৯৯,০৪৪	১১,৬২,৪২৮	৭,৭৪,৯৫২	৩,৮৭,৪৭৬
৩	৬৯৬৪৭৭৯ ০৩-০৩- ২০২০	থাকরাল ইনফরমেশন প্রাইভেট লিমিটেড	এ্যাকুনেটিক্স	৬০,৩৪,৩৫০	৪,৫২,৫৭৬	৩,০১,৭১৮	১,৫০,৮৫৮
মোট=							১৪,২৯,৮৯৬
কথায়: চৌদ্দ লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত ছিয়ানব্বই টাকা							

২০২০-২০২১ অর্থবছর :

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম	দাবিকৃত টাকা	প্রযোজ্য হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	কর্তনকৃত ভ্যাট	কর্তনকৃত হার	কম কর্তন
বিএম আইটি সলিউশন লি:	৩,৫৬,৬২,৫০০	৭.৫%	২৬,৭৪,৬৮৭	১৭,৮৩,১২৫	৫%	৮,৯১,৫৬২
কথায়: আট লক্ষ একানব্বই হাজার পাঁচশত বাষট্টি টাকা						

সর্বমোট: ১৪,২৯,৮৯৬+৮,৯১,৫৬২=২৩,২১,৪৫৮

কথায়: তেইশ লক্ষ একুশ হাজার চারশত আটান্ন টাকা

ভ্যাট বাবদ কম কর্তনের বিবরণী:
উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

ক্রমিক নং	মাসের নাম	কর্মচারীর সংখ্যা	পরিশোধিত টাকা	ভ্যাট (১৫%)
০১	জুলাই/২০২০	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
০২	আগস্ট/২০২০	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
০৩	সেপ্টেম্বর/২০২০	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
০৪	অক্টোবর/২০২০	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
০৫	নভেম্বর/২০২০	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
০৬	ডিসেম্বর/২০২০	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
০৭	জানুয়ারী/২০২১	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
০৮	ফেব্রুয়ারী/২০২১	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
০৯	মার্চ/২০২১	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
১০	এপ্রিল/২০২১	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
১১	মে/২০২১	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
১২	জুন/২০২১	০৪ জন	৭২৪৪০	১০৮৬৬
মোট=			৮৬৯২৮০	১,৩০,৩৯২
কথায়: এক লক্ষ ত্রিশ হাজার তিনশত বিরানব্বই টাকা				

ভ্যাট বাবদ কম কর্তনের বিবরণী:

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প

ক্র:নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মাসের নাম	টাকার পরিমাণ	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	কর্তনকৃত ভ্যাট	কম কর্তনযোগ্য ভ্যাট
০১	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	জুলাই/২০২০	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
০২	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	আগস্ট/২০২০	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
০৩	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	সেপ্টেম্বর/২০২০	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
০৪	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	অক্টোবর/২০২০	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
০৫	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	নবেম্বর/২০২০	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
০৬	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	ডিসেম্বর/২০২০	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
০৭	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	জানুয়ারি/২০২১	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
০৮	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	ফেব্রুয়ারি/২০২১	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
০৯	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	মার্চ/২০২১	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
১০	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	এপ্রিল/২০২১	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
১১	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	মে/২০২১	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
১২	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	জুন/২০২১	৫,২৭,৮০০	৬৮৮৪৩	৬০৯০০	৭৯৪৩
১৩	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	ঈদ উল আযহা/২০২০	১৪৯২১৭	১৯৪৬৩	১৭২১৭	২২৪৬
১৪	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	ঈদ উল ফিতর/২০২১	২৭৩৫৬৫	৩৫৬৮২	৩১৫৬৫	৪১১৭
১৫	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	বৈশাখী ভাতা/২০২১	৬৯৬৩৫	৯০৮২	৮০৩৫	১০৪৭
১৬	বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিস লি:	শারদীয় দুর্গোৎসব/২০২০	১৪৯২১৭	১৯৪৬৩	১৭২১৭	২২৪৬
মোট=			৬৯৭৫২৩৪	৯০৯৮০৬	৮০৪৮৩৪	১,০৪,৯৭২
কথায়: এক লক্ষ চার হাজার নয়শত বাহান্নের টাকা ।						

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্রয় প্রাপ্ত ভাড়া আদায় না করার বিবরণী:

অফিসের নাম: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ভাড়ার সময়	মাসের সংখ্যা	ব্যবহৃত অফিসের স্পেস(ব:ফু:)	স্পেস ভাড়া হার	মোট ভাড়ার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=৪×৫×৬
১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০১৯	১২	৪৯৩৩১	৭০	৪১৪৩৮০৪০
		জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২০	১২	৪৯৩৩১	৭০	৪১৪৩৮০৪০
		জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১	১২	৪৯৩৩১	৭০	৪১৪৩৮০৪০
২	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২০	১২	৪৭৪৭	৭০	৩৯৮৭৪৮০
		জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১	১২	৪৭৪৭	৭০	৩৯৮৭৪৮০
সর্বমোট=						১৩,২২,৮৯,০৮০
কথায়: তেরো কোটি বাইশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার আশি টাকা।						

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত হারের পরিবর্তে কম হারে ভাড়া আদায়ের
বিবরণী:

অফিসের নাম: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অফিসের আয় তন	সময়কাল	মাসের সংখ্যা	আদায়কৃত হার	আদায়কৃত বাৎসরিক ভাড়া (ভ্যাট ও ট্যাক্স ব্যতীত)	নতুন ভাড়া হার	নতুন হারে বাৎসরিক ভাড়া (ভ্যাট ও ট্যাক্স ব্যতীত)	কম আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=৩×৫× ৬	৮	৯=৩×৫ ×৮	১০=৯-৭
১	সিসিএ (২য় তলার উত্তর পার্শ্বে)	৪৭৪ ৭	জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২০	১২	১৩	৭৪০৫৩২	৭০	৩৯৮৭৪৮ ০	৩২৪৬৯৪৮
২	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	১৫৪ ৩৭	জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২০	১২	১৩	২৪০৮১৭২	৭০	১২৯৬৭০ ৮৮	১০৫৫৮৯০৮
৩	আইসিটি অধিদপ্তর (১১তম তলা)	১৫৪ ৩৭	জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২০	১২	১৩	২৪০৮১৭২	৭০	১২৯৬৭০ ৮০	১০৫৫৮৯০৮
সর্বমোট									২,৪৩,৬৪,৭৬৪
কথায়: দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত চৌষট্টি টাকা।									

১৫-০২-১৪ ৬০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ২৯-০৫-২০২০ খ্রিষ্টাব্দ



মহাপরিচালক

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর
হিসাব ভবন, ৩য় তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

ফোন: ৪৮৩১৬০৯৯।

মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন
মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

বাংসংসং-২০২১-২২/৪৩৬১ কম-এ(৭)—৭০০ বই, ২০২২।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট ভবন

৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

www.cag.org.bd